যায়যায়দিন
04 JUN 2007

মেধাবী নয়, ফার্স্ট বয় করা হয় কাছের মানুষদের

আজিজুর রহমান অনুপ ইবি

- প্রশ্নপত্র ফাসের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকরাই
- দেরিতে ফল প্রকাশ এখানকার নিয়ম
- নিয়মিত ক্লাস না নেয়া শিক্ষকদের রেওয়াজ
- আছে রেজাল্ট সিন্ডিকেট

দুর্নীতি ইসলামী ইউনিভার্সিটির একাডেমিক কার্যক্রমকে অক্টোপাশের মতো ঘিরে রেখেছে। প্রশ্নপত্র ফাস, দলীয় বিবেচনা, স্বজনপ্রীতি আর আঞ্চলিকীকরণসহ বিভিন্নভাবে বেশি নাম্বার দিয়ে কাছের লোকদের করা হয় ক্লাসের ফার্স্ট বয়। বিভিন্ন পরীক্ষা কমিটিতে থাকা শিক্ষক সদস্যরাই এ প্রশ্নপত্র ফাসের সঙ্গে জড়িত। কখনো দলীয় আবার কখনো স্বজনপ্রীতির কারণে প্রশ্নপত্র ফাসের ঘটনা ঘটছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, উচ্চ শিক্ষার বিদ্যাপীঠে সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্নীতি হয় প্রশ্নপত্র ফাসের মাধ্যমে। ২০০৫ সালে খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগের ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষের অনার্স কোর্সের প্রশ্নপত্র ফাসের ঘটনা ঘটে। সে সময় প্রশ্নপত্র ফাসের বিষয়টি হাতেনাতে ধরে ফেলেন তৎকালীন ভিসি প্রফেসর রফিকুল ইসলাম। কিন্তু প্রশ্ন ফাসকারী এক শিক্ষকের বাড়ি ও ভিসির বাড়ি একই জেলায় হওয়ায় এবং একই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় এর সুষ্ঠু বিচার হয়নি। প্রায় সব বিভাগেই রাজনৈতিক মতাদর্শ বা স্বজনপ্রীতির কারণে পরীক্ষার আগে শিক্ষকদের মাধ্যমে মৌখিকভাবে প্রশ্ন ফাসের ঘটনা ঘটে। আবার ভিন্ন রাজনৈতিক দলের কোনো ছাত্র হলে তার রোল নাম্বার লিখে রাখা হয়। আল কোরআন বিভাগের এক সহযোগী প্রফেসর শুধু রাজনৈতিক কারণেই মাস্টার্সের এক ছাত্রকে পরীক্ষায় কম নাম্বার দিয়েছেন বলে ওই ছাত্র লিখিত অভিযোগ করেছে। আইন, বিজ্ঞান অনুষদের কয়েকটি বিভাগের কিছু শিক্ষক ছাত্র সংগঠনগুলোর স্থানীয় নেতাদের পরীক্ষার ১৫ দিন বা এক মাস আগে প্রশ্নপত্র মৌখিকভাবে বলে দিয়ে থাকেন, যা ক্যাম্পাসে ওপেন সিক্রেট। এমনকি অনেক সময় যারা প্রশ্নপত্র পায় তারাই বন্ধুদের কাছে মুখ ফসকে বলে ফেলে প্রশ্নপত্র পাওয়ার কথা।

এদিকে অনেক বিভাগেই শিক্ষকদের একটি ওপেন সিক্রেট রেজাল্ট সিন্ডিকেট রয়েছে। এসব সিন্ডিকেটের শিক্ষকরা তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভালো রেজাল্ট করার জন্য পরীক্ষা কমিটির অন্য সদস্যদের সঙ্গে চুক্তি করেন, তিনিও যখন পরীক্ষা কমিটির সদস্য হবেন তখন সংশ্লিষ্ট ওই শিক্ষকের আত্মীয়কে বেশি নাম্বার দেবেন। আর এভাবেই প্রকৃত মেধাবীরা ভালো রেজাল্ট থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার অনেক সময় শিক্ষকদের একটি প্রতিপক্ষ গ্রুপ থাকে। তখন একটি গ্রুপ অন্য গ্রুপের পছন্দের শিক্ষার্থীদের কম নাম্বার দিয়ে থাকেন। এসব ঘটনা এতোই ওপেন যে তা নিয়ে শিক্ষকরা অনেক সময় প্রকাশ্য দলাদলিতে লিপ্ত হন। এ জন্যই পরীক্ষা শুরুর মাত্র আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা আগে হাতে লিখে প্রশ্নপত্র তৈরি করে। কম্পোজ করে প্রশ্নপত্র তৈরি করার ফলে প্রশ্নপত্র ফাসের অভিযোগে এখন থেকে বিভিন্ন কমিটি হাতে লিখেই প্রশ্নপত্র তৈরি করে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েক শিক্ষক জানিয়েছেন। আইসিটি বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগের এক সহযোগী প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের এক প্রফেসর, আইন বিভাগের দুই শিক্ষক প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল অথবা প্রতিপক্ষ গ্রুপের ছাত্রদের কম নাম্বার দিয়ে থাকেন আর নিজ গ্রুপ বা দলের ছাত্রছাত্রীদের বেশি নাম্বার দিয়ে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছাত্রদের ব্যবহার করে এসব শিক্ষক অবৈধ ও অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

বিলম্বে রেজাল্ট প্রকাশ করা এ ইউনিভার্সিটির কয়েকটি বিভাগে নিয়মে পরিণত হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিয়মানুযায়ী পরীক্ষা শুরু থেকে তিন মাসের মধ্যে রেজাল্ট প্রকাশ করার কথা থাকলেও ১০ মাস বা এক বছরেও তা প্রকাশ করা হয় না।

সম্প্রতি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষক কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগে ভাইভা পরীক্ষার এক্সটার্নাল হিসেবে যথাসময়ে উপস্থিত হন। কিন্তু বিভাগের বর্তমান সভাপতি সুজিত কুমার মণ্ডল ভুলে যান ভাইভা পরীক্ষার কথা। ফিরে যান এক্সটার্নাল। ফলে ওই বর্ষের লিখিত পরীক্ষা ১০ মাস আগে শেষ হলেও এখনো ভাইভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এতে সেশন জটের সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থা বিরাজ করছে বেশ কয়েকটি বিভাগে।

নিয়মিত ক্লাস না নেয়াও এ ইউনিভার্সিটিতে এক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। নিয়মানুযায়ী একজন প্রফেসরের সপ্তাহে ১২টি, সহযোগী প্রফেসরের ১৩টি, সহকারী প্রফেসরের ১৪টি ও প্রভাষকের ১৫টি ক্লাস নেয়ার কথা। কিন্তু এমনো শিক্ষক রয়েছেন, যারা বছরেও ১০ থেকে ১২টি ক্লাস নেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। অথচ অধিকাংশ শিক্ষকই এ কোড না মেনে যখন তখন ক্লাস নেন। এমনকি অনেক শিক্ষক আছেন যারা পরীক্ষা শুরুর আগে মাত্র দু-একটি ম্যারাথন ক্লাস নিয়ে কোর্স শেষ করে দেন বলে ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে। এসব শিক্ষক ক্যাম্পাসে এসে কিছু রাজনৈতিক কার্যক্রম ও দু-একটি সেমিনার করেই দিন কাটিয়ে দেন।

অভিযোগ আছে, বেশির ভাগ শিক্ষকই সকাল ১০টায় ক্যাম্পাসে এসে দুপুর ১২টায় চলে যান। তারা ক্যাম্পাসে মাত্র দুই ঘণ্টা অবস্থান করেন। তাও আবার এ সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ, বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনসহ নানাবিধ নন-একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেই সময় শেষ হয়ে যায়। ফলে তারা ক্লাস নেয়ার তেমন সুযোগ পান না। এতে সেশন জট বেড়েই চলেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইউনিভার্সিটির পুরনো ১৮টি বিভাগের মধ্যে নয়টি বিভাগেই এখন পাচটির জায়গায় সাতটি ব্যাচ রয়েছে। বিভাগগুলো হলো বাংলা, আইন ও মুসলিম বিধান, কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি, ইংরেজি এবং বায়োটেকনলজি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। এছাড়া আল কোরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দাওয়া অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ও তথ্য পদ্ধতি এবং ইসলামের ইতিহাস বিভাগে এক থেকে দেড় বছর সেশন জট বিরাজ করছে। সেশন জট সবচেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে বায়োটেকনলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। এ বিভাগে বর্তমানে আটটি ব্যাচ রয়েছে। বর্তমানে ওই বিভাগে নয়জন শিক্ষকের মধ্যে পাচজনই শিক্ষা ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে রয়েছেন। তবে ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তীব্র সঙ্কটের কারণেই বিভাগটির এ হাল হয়েছে বলে ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে।